নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা)-এর

২০১৪ সালের সড়ক দূর্ঘটনার প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে

সংবাদ সম্মেলন

সুপ্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা

নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা । সংবাদ সম্মেলনের শুরুতেই নিসচা পরিবারের পক্ষ থেকে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত সকলের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ও তাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি জানাচ্ছি গভীর সমবেদনা। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও অথাৎ ২০১৪ সালের সড়ক দূর্ঘটনার প্রতিবেদন আমরা তৈরী করেছি। যা প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য সকল দৈনিক পত্রিকা, অনলাইন পোর্টাল, ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও সংবাদ সংস্থাসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ, প্রথমেই আপনাদের সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। আর এর তুলনায় সড়ক ও পরিবহন যথেষ্ট নয় এবং যথোপযুক্ত নয়। যার জন্য প্রতিনিয়তই ঘটছে নানা অনাকাংখিত সড়ক দূর্ঘটনা। আর এর শিকার হচ্ছে সর্বস্তরের জনগণ। পাবলিক থেকে প্রাইভেট সব পরিবহনেই ঘটছে এরকম অহরহ দূর্ঘটনা। ঘর থেকে বের হলেই বা খবরের পাতা উল্টালেই চমকে উঠতে হয় সড়ক দূর্ঘটনার খবর পড়ে। অশিক্ষিত চালক, দূর্বল ট্রাফিক ব্যাবস্থাপনা, জনগণের অসচেতনতা, অনিয়ন্ত্রিত গতি, আইন ও তার যথারীতি প্রয়োগ ইত্যাদিই মূল কারণ বলে চিহ্নিত করা যায়। এসব মূল কারণকে চিহ্নিত করে ১৯৯৩ সালের ২২ শে অক্টোবর আমার সহধর্মিনী জাহানারা কাঞ্চনের মর্মান্তিক সড়ক দূর্ঘটনায় মৃত্যুর পর শোককে শক্তিতে পরিণত করে সড়ক দূর্ঘটনা প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন আমার নেতৃত্বে গড়ে উঠে যার নাম 'নিরাপদ সড়ক চাই' (নিসচা)। এই সংগঠনের কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে জনগনের মাঝে নুন্যতম হলেও সচেতনতাবোধ জেগে উঠেছে মানুষের মূল্যবান সম্পদ তার প্রাণ যা পিচ ঢালা রাস্তায় গাড়ীর চাকায় পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দোষীদের হচ্ছে না বিচার আর হলেও তা অত্যন্ত লঘুদন্ড। এমন অবস্থা আমাদের কারো কাম্য নয়। তাই এই সংগঠনের সামাজিক আন্দোলনের সাথে একাত্বতা ঘোষণা করে বাংলাদেশের প্রায় সবগুলো জেলা পর্যায়ে এর অংগ সংগঠন সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে জনসচেতনতা সহ সড়ক দুর্ঘটনারোধে বিভিন্ন কার্যক্রমে। এর অংশ হিসেবে প্রতি বছর আমরা সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকি এবং আজকে আপনাদের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করছি। আশাকরি, আপনাদের মাধ্যমে ২০১৪ সালের সড়ক দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান ও প্রতিবেদন দেশের জনগণ জানতে পারবেন এবং এর ভয়াবহতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবেন ও নিজেরা সচেতন হবেন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ এক পলকে ২০১৪ সাল এর সড়ক দূর্ঘটনা

- সড়ক দূর্ঘটনার সংখ্যা নির্ণয় করা।
- আহত ও নিহতের সংখ্যা নির্ণয় করা।
- দায়ী যানবাহন চিহ্নিত করা।
- ফলাফল ও আলোচনা।
- আমাদের করণীয়।

পদ্ধতিঃ

এই পরিসংখ্যান ও প্রতিবেদনের কাজটি সম্পাদন করা হয়েছে পুরোপুরি সেকেন্ডারী ডাটা বা তথ্যের উপর ভিত্তি করে। যা হলঃ

- ৬টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা।
- স্থানীয় অংগসংগঠনগুলোর রিপোর্ট।
- টিভি চ্যানেল ।
- অনলাইন পত্রিকার তথ্য ও
- অনুমেয় অনুজ্জ বা অপ্রকাশিত ঘটনা।
-

সারণি পর্যালোচনাঃ ২০১৪ সালের দুর্ঘটনা, আহত ও নিহতের সংখ্যা

সারণিঃ -১

মাস	দূর্ঘটনার সংখ্যা	আহতদের সংখ্যা	নিহতের সংখ্যা
জানুয়ারী	২৬৪	৬৪৬	৪২৫
ফেব্রুয়ারী	১৯১	৯১৫	৪৪৭
মার্চ	২১৪	৯৮৪	৪৯৭
এপ্রিল	২০৬	৭৯৩	৩৬৫
মে	২৬১	১০৬২	৪৫৭
জুন	২৪৭	৯৬৯	৩১৬
জুলাই	২০৭	১২৪০	৪৩৫
আগষ্ট	২৫৬	১১০৮	৩৮৪
সেপ্টেম্বর	২৪৩	৫৯৯	২৭৮
অক্টোবর	২২৪	১০২৪	৩৯৮
নভেম্বর	২০৪	৫৭১	২৫৩
ডিসেম্বর	১৯৬	৮৫৯	২৮১
মোট	২৭১৩	১০৭৭০	৪৫৩৬
হাসপাতালে নেওয়ার পরে মৃত্যু (আনুমানিক-১০%)			১০৭৭
হাসপাতাল থেকে ছাড় দেওয়ার পর মৃত্যু (আনুমানিক-১০%)			৯৬৯
সর্বমোট			৬৫৮২

দূর্ঘটনার সংখ্যাঃ

উপরোক্ত সারণি থেকে দেখা যায় যে, মোট দূর্ঘটনার ঘটার সংখ্যা প্রায় ২৭১৩। যা বাংলাদেশের জন্য একটি লজ্জাষ্কর বিষয়। এতো শুধু মিড়িয়ায় প্রকাশিত তথ্যের উপর। এছাড়াও আরও অনেক আঞ্চলিক তথ্য অপ্রকাশিত রয়েছে যা কোনো মিড়িয়ায় উঠে আসে নি। তবে এর সংখ্যা অনুমান করে বলা যায় যে, ৩৫০০ এর উপরে হবে। গত ২০১৩ সালে সড়ক দূর্ঘটনার সংখ্যা ছিল ২৭৫৩। এ বছর সড়ক র্দঘটনার সংখ্যা মাত্র ৪০ কম হলেও অন্যান্য দেশের সাথে এই সংখ্যা তুলনা যোগ্য নয়। নিম্নে এই সংখ্যা ডায়াগ্রামে প্রকাশ করা হলো-

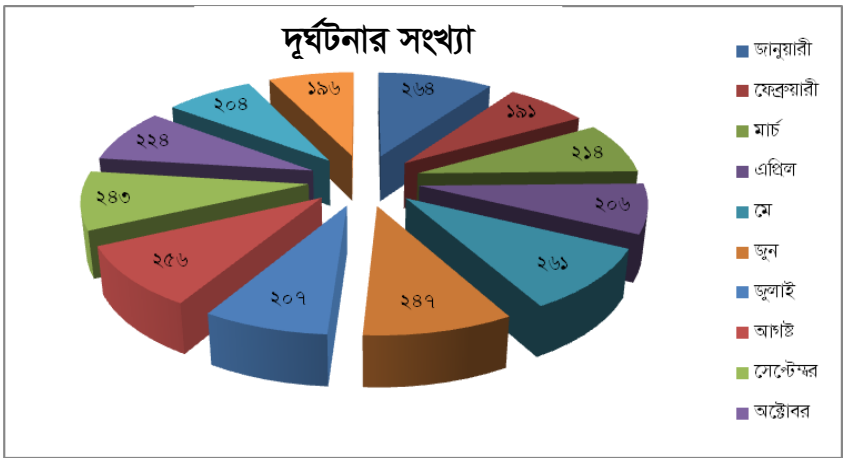

আহতদের সংখ্যাঃ

সারণি ১ নং এ দেখা যায়, ২০১৪ সালে মোট প্রকাশিত ঘটনার মধ্যে ১০৭৭০ জন লোক আহত হয়েছে। যাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছে। গত বছর ২৭৫৩টি সড়ক দূর্ঘটনায় আহত হয়েছিল ৮৯১৪ জন, এ বছর ১০৭৭০। অনেক ছোট ছোট দূর্ঘটনায় আহতদেরকে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা করা হয় যা প্রত্রিকায়ও প্রকাশ হয় না। এদের মধ্যে অনেকেই আজীবনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করে। নিম্নে আহতের সংখ্যা একটি ডায়াগ্রামে দেখানো হলঃ

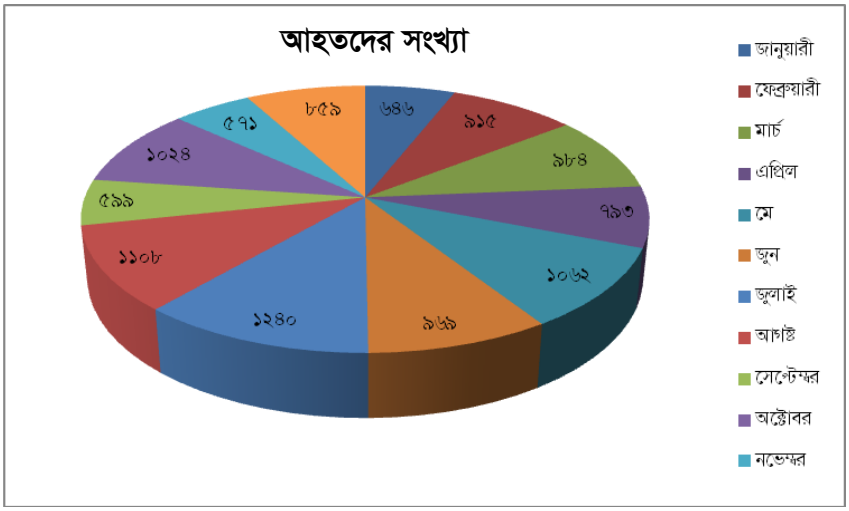

নিহতের সংখ্যাঃ

মৃত্যু কারো কাম্য নয় আর তা যদি হয় সড়কের মত দূর্ঘটনায় মৃত্যু এর মত করুণ আর কি হতে পারে। ২০১৪ সালে সড়ক দূর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা ৬৫৮২। ২০১৩ সালে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৫১৬২। গত বছরের তুলনায় এ বছর সড়ক দূর্ঘটনায় মৃত্যুর হার ২৭ ভাগ বেশী।

নিম্নে নিহতের সংখ্যা একটি ডায়াগ্রামে দেখানো হলঃ

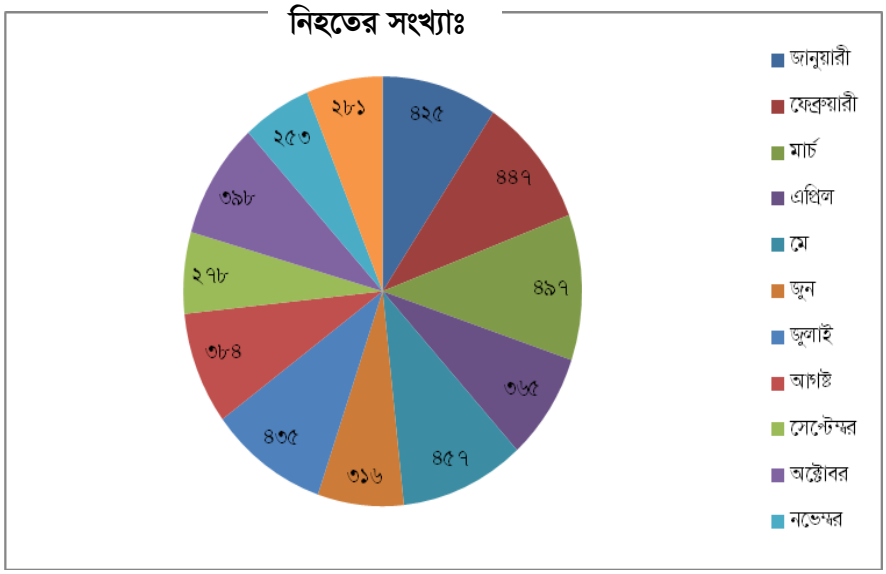

এবারে উল্লেখযোগ্য সড়ক দুর্ঘটনা হল, বড়াইগ্রাম নাটোরের সড়ক দুর্ঘটনা। এখানে মৃত্যু হয়েছে ৪৪ জনের। যশোরে বরযাত্রী গাড়ীর দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ১৭ জন। বিশিষ্ট সাংবাদিক জগলুল হায়দার চৌধুরী ২৯ নভেম্বর সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। নৌ-পথের বড় ট্রজেডি পিনাক-২ এ লঞ্চ ডুবি। রেলপথে এ সপ্তহে কমলাপুরের দুর্ঘটনাও উল্লেখযোগ্য।

ফলাফল বিশ্লেষণঃ

২০১৪ সালে বেশির ভাগ দূর্ঘটনা ঘটে মোটর সাইকেল, হাইওয়েতে ছোট ছোট যান (যেমন- ভ্যান, রিকসা, নসিমন, সি এন জি ইত্যাদি), এ সমস্ত ধীর গতির বাহন মহাসড়কে চলাচল করে যা দূরপাল্লার বড় গাড়ীগুলোর চলাচলা বিগ্ন সৃষ্টি করে। তাছাড়াও এ সমস্ত ধীর গতির গাড়ীর হেডলাইট না থাকার কারণে ঘন কুয়াশায়ও বৃষ্টিতে দুর্ঘটনাগুলো ঘটে। মটর সাইকেল ব্যবহারকারীরা হেলমেট ব্যবহার না করার কারণে, দুইজনের অধিক আরোহী ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক মোটর সাইকেল চালক দ্বারা মোটর সাইকেল চালানোর কারণে এ বছর মোটর সাইকেল যাত্রীরা দুর্ঘটনায় বেশী নিহত হয়েছে। তাছাড়াও বাস, ট্রাক ও মাইক্রোবাসের সংখ্যাও কম না। তবে এক সময় ট্রাকের বেপরোয়া গতিকে বা চালনা কে দূর্ঘটনার জন্য বেশি দায়ী করা হলেও এখন তা অনেক কমেছে। কিন্তু বাস, মাইক্রোবাস ইত্যাদির অতিরিক্ত গতি বা যান্ত্রিক ত্রুটি এবং রাস্তার দূরাবস্থা বেশি দায়ী বলে তথ্য পাওয়া যায়। তবে দূর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ কারীদের মধ্যে যাত্রীর চেয়ে পথচারীদের সংখ্যাই বেশী। ব্লাকস্পটে যে সমস্ত এক্সিডেন্ট হত, ব্লাকস্পট গুলো মেরামত করার কারণে সড়ক দূর্ঘটনা নিন্ম লিখিত অংশে অনেকাংশে কমে গেছে। ঢাকা-মানিকগঞ্জ রোড়, ঢাকা-চট্টগ্রাম রোড়, জয়দেবপুর-ময়মহনসিংহ রোড় ও জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা রোড়ের ৫৬

টি মোড় ব্লাকস্পট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যদিও ২০১৩ সালের সড়ক দূর্ঘটনার জন্য ব্লাকস্পট গুলোকে বেশী দায়ী করা হয়েছিল। গত বছর ব্লাকস্পটের সংখ্যা ছিল ২০৯ টি। ২০১৪ সালে তা কমে হয়েছে ১৪৪ টি।

ডিপিপি-তে উল্লেখিত ব্লাকস্পটের একটি ছক নিম্নে উল্লেখ করা হল।

ক	বুয়েট কর্তৃক চিহ্নিত ব্লাকস্পট	২০৯
	(১) বুয়েট কর্তৃক চিহ্নিত ব্লাকস্পট ডিপিপি-তে অন্তভূক্ত	১২৭
	(২) বুয়েট কর্তৃক চিহ্নিত ব্লাকস্পট ডিপিপি-তে অন্তভূক্ত হয়নি	৮৩
	(ক) ঢাকা-চট্টগ্রাম রোড়ের ব্লাকস্পট ডিপিপি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে	৩১
	(খ) জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ রোড়ের ব্লাকস্পট ডিপিপি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে	১০
	(গ) জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা রোড়ের ব্লাকস্পট ডিপিপি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে	১৫
	(ঘ) বিভিন্ন ফিল্ড প্রজেক্টের মাধ্যমে ব্লাকস্পট দুরীকরণের কাজ হয়েছে	২৭
খ	ফিল্ড ইউনিট গুলোর পরামর্শে নতুন ব্লাকস্পট চিহ্নিত	১৮
গ	মোট ব্লাকস্পটের সংখ্যা-বুয়েট লিস্টসহ নতুন সংযোজন	১৪৪

করনীয় বিষয় সমুহঃ

- একজন চালকের দায়িত্বহীনতায়, অসচেতনতায় মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে অনেক মানুষ। তাদেরকে দায়ীত্বশীল করার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। যারা গাড়ী চালাচ্ছেন তাদেরকে আরো সচেতন ও দায়িত্বশীল করার জন্য প্রয়োজন রিফ্রেশার ট্রেনিং। সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠান চালকদের সচেতনতার ব্যাপারে প্রশিক্ষণে এগিয়ে আসবেন বলে আমরা আশা করি। চলকগণ প্রশিক্ষিত ও সচেতন হলে সড়ক দূর্ঘটনা অনেকাংশেই কমে যাবে।
- এসএসসি পাশ দরিদ্র ও বেকার যুবকদের বিনাবেতনে অথবা ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ চালক হিসাবে গড়ে তোলা এবং লাইসেন্স প্রদানের লক্ষ্যে সরকারী উদ্যোগে সকল জেলায় একটি করে ড্রাইভিং ও মেকানিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এছাড়া একই প্রক্রিয়ায় ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটে ড্রাইভিং ও মেকানিক্যাল ট্রেনিংয়ের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করলে দেশে শিক্ষিত ও বেকার যুবকদের এই পেশায় উদ্বুদ্ধ করে যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত চালক তৈরী করে দেশের চালকের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। উল্লেখ্য আমাদের দেশেই শুধুমাত্র ৬ লক্ষ চালকের চাহিদা রয়েছে। আশাকরি শিক্ষিত চালক তৈরীতে সরকার বিশেষ ভুমিকা পালন করবেন।
- সড়ক দুর্ঘটনার জন্য শুধু চালকই নন, আরো অনেককেই দায়ী করা যেতে পারে। সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী সকল পক্ষকে আইনের আওতায় আনার জন্য প্রয়োজনে দন্ডবিধিতে নতুন ধারা সংযোজন করে সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী সকল পক্ষকে শাস্তির সম্মুখীন করতে হবে।
- ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করা, যত্র-তত্র গাড়ী পার্কিং করা, নির্দিষ্ট স্থান ব্যাতিরেকে যেখানে-সেখানে গাড়ী থামিয়ে যাত্রী উঠানো এবং নামানো, ওভারটেকিং করা, পাল্টাপাল্টি করে কিম্বা বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানো, অতিরিক্ত যাত্রী বা মাল বোঝাই করা, গাড়ীর ছাদে যাত্রী বহন করা, ওভারব্রীজ কিম্বা আন্ডারপাস

বা জেব্রাক্রসিং থাকা সত্বেও সেগুলো ব্যবহার না করার প্রবনতাকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে বন্ধ করতে হবে।

- ট্রিপ কিংবা ডেইলী বেসিসে বা ভাড়া ভিত্তিতে পরিবহন ব্যবসা পরিচালনার বর্তমান রীতির কারনে সড়ক দুর্ঘটনা মারাত্বকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে আমরা মনে করি। তাই ব্যবসায়ের এই রীতি পরিবর্তন করে মালিকরা যেনো যথানিয়মে চালক নিয়োগ করেন এবং চালকদের জন্য বেতন কাঠামো ও কর্মসময় নির্ধারন করেন তা নিশ্চিত করতে হবে। শহরের মধ্যে চলাচলকারী একই রুটের গাড়ী একই কোম্পানীর মাধ্যমে চলাচল করতে হবে। যাতে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়।
- সকল মহাসড়ক এবং প্রধান সড়কে একমুখী চলাচলের সিদ্ধান্ড় নিয়ে দীর্ঘ এবং উচ্চতা সম্পন্ন সড়ক বিভাজনকারী তথা রোড ডিভাইডার-এর ব্যবস্থা করতে হবে। সকল মহাসড়ক এবং প্রধান সড়ককে অবশ্যই ন্যুনতম চারলেনে উন্নীত করতে হবে।
- বিভিন্ন মিডিয়ায় মাধ্যমে সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান প্রচার করতে হবে।

সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা

আপনাদের অনুরোধে অত্যন্ত সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও আন্তরিকতার সাথে আমরা প্রতি বছরই সড়ক দূর্ঘটনার পরিসংখ্যান ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকি। আপনার জানেন আমাদেও সংগঠন কোন এনজিও নয়। সদস্যদের মাসিক চাঁদা থেকে এ সংগঠনটি পরিচালিত হয়। এ ধরণের কোন পরিসংখ্যান,প্রতিবেদন ও গবেষণা কাজ করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। আমরা সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই সড়ক দূর্ঘটানর কারণ পরিসংখ্যান ও প্রতিবেদন তৈরীতে মন্ত্রণালয়ে আলাদা একটি সেল তৈরী করুন অথবা আমাদেরকে দায়িত্ব প্রদান করে সব ধরণের সহযোগিতা প্রদান করুন যাতে করে সড়ক দূর্ঘটনার গবেষণা ও পরিসংখ্যান নিখুঁতভাবে করা যায়। আমাদের এই বক্তব্যগুলো আপনারা মিডিয়ার মাধ্যমে সকলকে জানাবেন, সড়ক দূর্ঘটানরোধে আপনাদের এই সাহায্য সগযোগিতার জন্য আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে এই সংবাদ সম্মেলন শেষ করছি।

নিরাপদে পথ চলুন, পথ যেন হয় শান্তির, মৃত্যুর নয়। আসুন সবাই মিলে ঐক্য করি, সড়ক দূর্ঘটনামুক্ত বাংলাদেশ গড়ি।

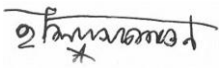

(ইলিয়াস কাঞ্চন)
চেয়ারম্যান